২৫-০২-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- সমস্ত দুঃখী মানুষদের সুখী বানানো, এ একমাত্র বাবার দ্বায়িত্ব , তিনিই হলেন সবার সদ্গতি দাতা । "

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর বাচ্চাদের চড়তি কলার জন্য কোন্ যুক্তি শোনান ?

উত্তর : - বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা - আমি যা তোমাদের শোনাই , তোমরা তাই শোনো । বাকি তোমরা যা শুনেছ তা ভুলে যাও কারণ সেই কথা শোনার জন্যই তোমরা নীচে নামতে থেকেছ ।

প্রশ্ন :- কোন্ গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পার, যার মধ্যে সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার এসে যায় ?

উত্তর :- ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু আর বিষ্ণুর থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় , কিভাবে একজন অন্যজনের নাভি থেকে বের হয় , এই গুহ্য রহস্য একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । এই হলো সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার ।

গীত :- হে প্রভু , নয়নহীনকে পথ দেখাও .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি অতি প্রিয় সিকিলধে বাচ্চারা তো এই অর্থ বুঝতে পারে । যদিও বাবার কাছে সমস্ত সৃষ্টির বাচ্চারা অবশ্যই প্রিয় । বাচ্চারাও জানে যে এই যে সমস্ত মানুষ এই পৃথিবীতে আছে তারা সকলেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । সকলেই এই ঈশ্বরীয় পরিবারের । পরিবারে সবথেকে বেশী ভালোবাসার সম্পর্ক বাবার সাথে হয় , যিনি এই বাচ্চাদের রচনা করেছেন । বেহদের বাবা বলেন যে , আমার প্রিয় , মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলধে বাচ্চারা , তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এসে বাবার সাথে মিলেছো । কখন মিলেছো তোমরা ? এই সঙ্গম যুগেই । যখন বাবা এসে সমস্ত বাচ্চাদের অশান্তি থেকে শান্তির জগতে নিয়ে যান । শান্তির জন্যও কতো সম্মেলন করা হয় । সকলে একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনা করে যেএই সৃষ্টিতে মহামারী কি করে বন্ধ হবে আর নিজেদের মধ্যে শান্তি কিভাবে আসবে । নাহলে সকলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে এই পৃথিবীর বিনাশ করে দেবে । এই বিনাশে মানুষ ভয় পায় । এই কথা মানুষ ভুলে গেছে যে বাবাই এসে সুখধাম অর্থাত আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের পুনরায় স্থাপন করেন , যা এখনই হচ্ছে । তোমরা সকলেই এসেছো বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্সা নিতে । তোমরা জানো যে বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা এসেই এই আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করান । বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে কারণ এই সময় সকল মানুষই খুব দুঃখী । কল্পে কল্পে এই হলো বাবার দায়িত্ব যে - যে সকল মানুষ দুঃখী আছে তাদের সকলকে সুখী বানানো । বাদবাকি যারা নিজেরাই দুঃখী এবং পতিত , তারা কেমন করে অন্যদের পবিত্র এবং সুখী বানাবে । এও সম্পূর্ণ দুনিয়ার কথা । এই গায়ন আছে যে -- সবার সদ্গতি দাতা একজনই । হে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এসে আমাদের মতো পতিত মানুষদের পবিত্র বানাও । এই কথা তো সমস্ত ধর্মের লোকেরাই জানে যে এই ভারতেই দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । এখন আর সেই রাজত্ব নেই । প্রাচীন ভারতের অনেক মহিমা ছিলো । ভগবান সবার প্রথমে স্বর্গ রচনা

করেছিলেন , সেই স্বর্গের মালিক কারা ছিল ? ভারত । এই ভারতে স্বর্গে সোনা , হীরের মহল ছিল । ভারতে অনেক সম্পদ ছিল । এখন এই কলিযুগের শেষে অনেক ধর্ম আছে । বাকি এই দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । কাঙ্গাল মানুষ অনেক দুঃখী হয়ে পড়েছে । এখন এই বাবা বলছেন যে এই ব্রহ্মা দাদা তো জহরি ছিলেন , ইনি বলেন না , এই নিরাকার শিববাবাই এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে বলতেন যে , ইনি নিজেও নিজের জন্ম কাহিনী জানেন না । তোমরা ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারীরাও তোমাদের জন্মকে জানো না । আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি এও এই নাটকের অঙ্গ । কিভাবে প্রবেশ করি এই প্রশ্ন কিন্তু নয় । বাবা বলেন যে আমার কোনো নিজের শরীর নেই । আমি একজন সাধারণ বুড়ো মানুষের শরীরে প্রবেশ করি । আমি এই ভারতেই আসি । এই ব্রহ্মাও নিজের জন্মকে জানতো না , আমি এসেই এনাকে সব বুঝিয়ে বলি । এই সবই বেহদের বানানো এক বড় নাটক । যেই প্রতিটা সেকেন্ড চলে গেছে সেই সবই আবার রিপিট হবে । এই বেহদের নাটকের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন ।

বাবা বলেন যে যা কিছু দান পুণ্য তোমরা করে এসেছো , সেই সবই হলো ভক্তিমার্গের । এর থেকে কোনো কিছুই প্রাপ্তি হয় না কারণ এই ভক্তিতে এখন আর কোনো শক্তি নেই । এই সব ছবি , যা বানানো হয়েছে , এ সবই পুতুল পুজো বলা হয় । ছবি বা মূর্তি বানানো , তাঁকে খাওয়ানো , পান করানো বা জলে বিসর্জন দেওয়া -- এ সবই হলো অবুঝের কাজ । যখন যজ্ঞের আয়োজন করা হয় তখন মাটির এক বড় শিবলিঙ্গ আর ছোটো ছোটো শালিগ্রাম বানানো হয় । এরা কার পুজো করছে তাও বোঝে না । বাবা আর বাচ্চারা এই সেবাকাজ করেছেন তাই তাঁদেরই পুজো হয় । শিবের লিঙ্গ বানানো হয় । তোমাদের বাচ্চাদের জন্য শালিগ্রাম বানানো হয় । তোমরা বাচ্চারা এখন ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করে চলেছো । তোমরাই হলে প্রকৃত ঈশ্বরের সাহায্যকারী । তোমাদের বাবার সাথে প্রীতির সম্পর্ক আছে । তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো তাই শ্রীমত ভগবত গীতা বলা হয় । ভগবান কোনো শাস্ত্র পড়বে না । কোনো ধর্ম স্থাপকও শাস্ত্র শাস্ত্র পাঠ করে না । তাঁরা ধর্ম স্থাপন করতেই আসেন । তাঁদের কাছে যে জ্ঞান থাকে তাঁরা তাই শোনান । এমন নয় যে ক্রাইস্ট এসে বাইবেল পাঠ করেছিলেন । না , তিনি এসেছিলেন কেবলমাত্র ধর্ম স্থাপন করতে । বাবা এসেই শ্রীমত দেন । শ্রীর অর্থ হলো শ্রেষ্ঠ মত । ভগবানের মতই হলো একমাত্র উঁচুর থেকে উঁচু মত । তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার শ্রীমতেই চলো । বাবা বলেন বাচ্চারা , আমাকে স্মরণ করো । কেবলমাত্র দুটি অক্ষর । বাবা যখন খুব আদর করে বলেন , বাচ্চারা তখন তিনি হলেন বাবা আর আমরা সকলেই হলাম ঈশ্বরীয় পরিবারের সদস্য । এই কথাকারোর বুদ্ধিতেই থাকে না , এই ব্রহ্মাবাবার বুদ্ধিতেও ছিলো না । এখন বাবা এসে এনার দ্বারা বোঝান যে , এই সব যে মনুষ্য আত্মারা আছে , এই সকল আত্মাকেই আমাকে পবিত্র বানিয়ে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । আমি এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আবার এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । এই শিব বাবাই আত্মাদের সাথে কথা বলেন । ব্রহ্মা বাবার আত্মাও তা শোনে । বরাবর এই শিব বাবাই আমাদের জ্ঞান দেন, তাঁর তো নিজের শরীর নেই । শ্রীকৃষ্ণের রূপ সম্বন্ধে সাধারণ বলা যাবে না । তিনি তো স্বর্গের প্রথম রাজপুত্র । কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বলে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ । এ তো হতেই পারে না । কতো তফাত । সঙ্গম যুগে তো শ্রীকৃষ্ণ থাকতেই পারে না । নকল কৃষ্ণ তো অনেকেই আছে । কিন্তু আসল কৃষ্ণ তো সেই সত্যযুগেই হবে । কৃষ্ণের নামে দ্বিতীয় কেউই হতে পারে না । নাম তো অনেকেই রাখতে পারে । বাবা বলেন যে বাচ্চারা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনে সাহায্য করতে পারবে । পবিত্রতা তো খুবই সুন্দর । অনেক বাচ্চারাই এর জন্য মার খায় । অবলা মেয়েদের উপর অত্যাচার হয় ।

তারা লেখে যে , বাবা কি করবো , আমাদের এই বন্ধন মুক্ত করো । নাটকে দেখানো হয়েছিলো যে দ্রৌপদীকে শাড়ি দেওয়া হয়েছিলো । একে এক গল্প বানানো হয়েছে । বাবা বলেন যে , এখন পবিত্র হতে পারলে ২১ জন্মের জন্য তোমরা কখনো বিবস্ত্র হবে না । ওই দুনিয়া হলো রামরাজ্য । মুখ্য বিকারই হলো অশুদ্ধ অহংকার এবং দেহ - অভিমান । দেহের ওপর মোহ থাকে । সত্যযুগে সবাই আত্ম - অভিমানী হবে । তারা বুঝতে পারবে আমরা পুরোনো শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করবো । একেই আত্ম - অভিমানী বলা হয় । বাবা বলেন যে তোমরা সকলেই আত্মা , তোমরা এখন শিব বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো কেননা এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই হলো আত্মাদের সত্যিকারের রুহানি যাত্রা । সবাইকে সুপ্রীম বাবার কাছেই যেতে হবে । মানুষ যখন তীর্থ যাত্রায় যায় তখন মুখে রাম রাম করতে করতে যায় । বাবা বলেন ঠিক তেমনই তোমরাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । এখন সমস্ত দুনিয়া তো আর রাজযোগ শিখবে না । আগের কল্পে যারা এসেছিলেন তারাই আবার আসবেন । এখন আবার কলম লাগাতে হবে । দেবী দেবতা ধর্মের যে মিষ্টি ঝাড় ছিলো তা প্রায় লোপ হয়ে গেছে । বাকি তাদের ছবিই রয়ে গেছে । বট গাছের মতো দেবী দেবতা ধর্মের যে ভিত ছিলো তা আজ নষ্ট হয়ে গেছে । কেবল তাদের ছবিই রয়ে গেছে । কিন্তু তারা কে ছিলেন তা কেউই জানে না । নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও তারা জানে না তাই হিন্দু ধর্ম বলা হয় ।

বাবা বলেন যে তোমাদের ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলো । ধর্মের জন্য বলা হয় যে ধর্ম হলো এক শক্তি । এখন তো সেই দেবতা ধর্ম আর নেই । এখন এই ধর্ম আবার কিভাবে স্থাপন হবে । বাবা হলেন সর্বশক্তিমান , তাঁর থেকেই বর্সা পাওয়া যায় । শক্তিও তাঁরই থেকে মেলে । শিববাবাই হলেন এই সৃষ্টির বীজরূপ । আমরা হলাম তাঁর পরিবার । বাবাই হলেন সত্ , তিনিই চৈতন্য আর তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । আত্মার ভিতরেই সবকিছু আছে । আত্মাই সবকিছু শোনে আর আত্মাই এই পড়া পড়ে । আবার এই আত্মার মধ্যেই খারাপ সংস্কার থাকে । এই সময়ে সকলের আত্মাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সবথেকে বেশী তমোপ্রধান বুদ্ধি ভারতবাসীদেরই হয়েছে । আবার শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মা এই ভারতেই ছিলো । তারাই এই স্বর্গের মালিক ছিলো । এই নাটকও সম্পূর্ণ বানানো । সবাইকেই নিজের নিজের পার্ট দেওয়া হয়েছে । আত্মারা সকলেই একইরকম , তাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই । এমনও নয় যে তোমাদের সকলের আত্মা খুবই ছোটো , আর বাবা বড় । না , আত্মা কখনো ছোটো বড় হয় না । আত্মা এই ৮৪ জন্মের পার্ট রিপিট করে । এর কখনোই শেষ হয় না । একটা আত্মা কতখানি সার্ভিস করে । এই অবিনাশী পার্ট কখনোই শেষ হবে না । এই কথা কি কোনো বিদ্বান , পণ্ডিত , শাস্ত্রের আধিকারিকরা জানে ? এই ছোটো আত্মার মধ্যে কতখানি ভারী পার্ট রয়েছে । পরমপিতা পরমাত্মাও এই নাটকের অধীনে । এই পার্ট করার জন্য তিনিও বাঁধা , সঠিক সময়েই তিনি আসবেন । তাঁকেও তাঁর অভিনয় সঠিক সময়েই করতে হবে , সবাইকেই সুখী করতে হবে । তোমরা খেয়াল করো যে আত্মা কি ? শিববাবার আত্মাও খুবই ছোটো বিন্দুর সমান । কেউই এমন ছোটো একটি জিনিসের পুজো করতে পারে না । তাই ভক্তিমার্গের জন্য বড় করে বানানো হয় , যার পুজো মানুষ করতে পারে । যাঁকে শিব বা রুদ্র বলা হয় । এই শিব হলেন বিন্দুর মতো । মানুষ তাই কপালে তিলক দিয়ে থাকে । এখানে এই কথা খুবই বোঝার বিষয় , কারণ আর কেউই এই কথা বোঝাতে পারবে না । এইকথা বাবাই বসে বুঝিয়ে বলেন , এ অতি সুক্ষ্ম কথা । বাবা বোঝান যে -- বাচ্চারা দেখো , আত্মা কতো ছোটো । আর এই আত্মার শরীর দেখো কত বড় । এখন এই সময় সকলের আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত । এখন আবার তা পবিত্র হতে হবে । তোমরা অব্যভিচারী হও , একের কথাই শোনো । একজনকেই স্মরণ করো । আহা ! বাবা আপনি তো কামাল করে দেখান । আপনি কতো জ্ঞানের কথা শোনান । আর কারোরই এই জ্ঞান দেবার শক্তি নেই । তোমাদের চড়তি

কলা এখনই হয় যখন বাবা এসে তোমাদের পড়ান । এইসময় সকল মানুষই পতিত , তাই বাবা বলেন - আমিই সকলের উদ্ধার করার জন্য আসি । রাত থেকে জ্ঞানের আলোর দুনিয়ায় যাবার জন্য রাস্তা আমিই বলি । গায়নও আছে, অন্ধকে পথ দেখাও .....সকলেই বলে আমরা নয়নহীন , আমাদের পথ দেখাও ? কোথাকার পথ ? নিজের ঘরের পথ । এখানে তো অনেক দুঃখ । বাবা , আমাদের অন্ধের লাঠি তো আপনি । " বাবা " এই অক্ষরেই বর্সা বা সম্পত্তির কথা স্মরণে আসে । প্রভু বা ঈশ্বর এই কথা বললে বর্সার নেশা হয় না কেননা ভগবান কাকে বলা হয় । ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা .....এ তাঁরই মহিমা । মানুষ বলে যে বেদ হল অনাদি । কিন্তু তাদের জিজ্ঞেস করো , কবে থেকে পড়ে আসছো ? সত্যযুগ থেকে কি ? সেখানে তো কোনো শাস্ত্রই থাকে না । এই শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের । মানুষ কিছুই জানে না । বাবা বলেন , এখন আমি এসে তোমাদের সব শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি এই ব্রহ্মার দ্বারা । ব্রহ্মা বাচ্চা কি আমার নাকি বিষ্ণুর নাভি থেকে বেরিয়েছে ! ব্রহ্মা তো শিবের সন্তান ।বিষ্ণুর তো কোনো সন্তান নেই । হ্যাঁ , ব্রহ্মাই পরবর্তী সময়ে বিষ্ণু হয় । তারপর এই বিষ্ণুই আবার ৮৪ জন্মের পরে ব্রহ্মা হয় , এ হলো খুবই গুহ্য রহস্যের কথা , যে কথা তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো । এখন এই ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের জন্ম হয়েছে তাহলে কত নেশা আর খুশীতে তোমাদের বাচ্চাদের থাকা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য অব্যভিচারী হতে হবে । এক বাবার থেকেই শুনতে হবে , আর একজনকেই স্মরণ করতে হবে ।

২) ঈশ্বরের সহযোগী হয়ে এই ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে । এক বাবার সাথেই প্রীত বুদ্ধি রাখতে হবে ।

বরদান :- দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং সফলতার অনুভব করে নিশ্চিত বিজয়ী হও (ভব)।

সঙ্গম যুগের বিশেষ বরদান হলো -- অসম্ভবকে সম্ভব করা । তাই কখনো এমন ভেবো না যে এটা কেমন করে হবে । " কিভাবে " এর জায়গায় ভাবো " এমনভাবে হবে" । এই নিশ্চয়তার সাথে চলো যে এই কাজ হয়েই আছে কেবল প্রত্যক্ষভাবে আনতে হবে , রিপিট করতে হবে । তোমাদের দৃঢ় সংকল্পকে ব্যবহার করো । এই সংকল্পে যদি " বা কেন ?" চিন্তা না হয় তাহলেই নিশ্চিত বিজয় । দৃঢ় সংকল্পকে ব্যবহার করা অর্থাত্ সহজ সফলতাকে প্রাপ্ত করা ।

স্লোগান :- সর্বদা সর্বময়কর্তা বাবার স্মৃতি যদি থাকে তাহলে মান এবং অভিমান সমাপ্ত হয়ে যাবে ।